লোকটা বলে

লোকটা বলে

মুহম্মদ আয়েশ ইউসুফ

লোকটা বলে
মুহম্মদ আয়েশ ইউসুফ
প্রকাশকাল: এপ্রিল-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
ঢাকা অফিস: ভাষাসৈনিক ভবন, কিউ-১১
নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. আশরাফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : দুইশত টাকা/-(২০০ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন:
ISBN:

Lokta Bole by Mohammad Ayesh Yousuf , Published by Chayyanir. Dhaka Office: Bhashasoinik Bhobon, Q-11, Nurjahan Road, Mohammadpur, Dhaka. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: April -2024, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Md. Ashraful Islam, Chayyanir Computer, Price: 200/- (Two Hundred Taka Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উ ৎ স র্গ

প্রিয় পাঠকের করকমলে

সূচী

লোকটা বলে ❐
খাই খাই ব্যারাম ❐
ঈদের ছড়া ❐
ভূতের মুখ ❐
লেখালেখি ❐
সরিষার ভূত ❐
উলট-পালট ❐
বেহাল ❐
জারি-জুরি ❐
স্বভাব গুণ ❐
হুকুম বরদার ❐
শোষকেরা জোঁক ❐
কানাকানি ❐
কালো টাকার হিম্মত ❐
নিখাঁদ দুস্তি ❐
হায়রে কপাল ❐
চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব ❐
স্বাধীন বাংলা ❐
কেমন সাজা ❐

❐ জয়তু
❐ সোজাবাঁকা
❐ বটে
❐ বিল্লীর দশা
❐ বাবা সাধু
❐ তোদের ভুলি নাই
❐ রাজার বাজার দর্শন
❐ আলো আঁধারী খেলা
❐ ছড়ার বাজার
❐ আহারে কী মজা
❐ ভোমরা বুড়ির দুঃখ
❐ কুঁজো বুড়ি
❐ ইষ্টি কুটুমু
❐ লড়াই
❐ চ্যাংচুং মিঞা
❐ আজব কাক
❐ খানদানি সাহেব

লোকটা বলে

লোকটা বলে দেশটা জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে টাকা উড়ে
কীটপতঙ্গ পাখির মতো
ফুরফুরিয়ে অবিরত।
ধরা তাহা বড়ই সোজা
শুধু একটু সুযোগ খোঁজা
বিবেকটারে লাথির তোড়ে
দিতে হবে দূরে ছুড়ে
তাহলে তো সবই হয়
গাড়ি বাড়ি; আর কি নয়?

খাই খাই ব্যারাম

খাই খাই ব্যারামে
ধরেছে যে তায়
যত পায় তত সে
গিলে গিলে খায়।
লতা খায় পাতা খায়
গাছ খায় মাছ খায়
হাতি খায় ঘোড়া খায়
বাঘ খায় ভালুক খায়
গাড়ি খায় বাড়ি খায়
এত খায় তবুও তার
মিটে নাতো আশ
খায় আর চায় শুধু
খুঁজে আশপাশ।

ঈদের ছড়া

ঈদের খুশির ডাকলো বান সব ধনীদের বাড়িতে
কোর্মা, পোলাও, ক্ষীর, খিচুড়ি চড়লো তাদের হাঁড়িতে।
গরীবেরা হুড়মুড়িয়ে
জড়ো হলো সেথায় গিয়ে
মনের সাধ; পেটের ক্ষুধা, যৎ কিঞ্চিত সারিতে।
কারো ভাগ্যে জুটলো ভাইরে এঁটো ঝুটা কাঁটা
কারো ঘটে মিললো আবার; খিটিমিটি ঝাটা
পড়ে এসব ঝালা পালায়
কেউ বা ভয়ে ছুটে পালায়
ক্ষুধার জ্বালা নিয়েই বা কেউ ভাগলো তাড়াতাড়ি।

ভূতের মুখ

ভূতের মুখে রাম নাম কেমন শুনায়
যাই আসে মুখে তার; তাই বলে যায়।
তিলকে তাল করে তালকে করে তিল
কাঁচা কাঁঠাল পাকায় সে তেড়ে মেরে কিল
যত রকম অকর্ম তার দ্বারাই হয়
তাই তাকে সবে মিলে ভূতো রাম কয়।

লেখালেখি

দেখাদেখি
লেখালেখি
কত রকম চলছে
কেউ বলে ছড়াকার
কেউ কবি বলছে
ছন্দের গড়মিল
কত না স্পষ্ট
কেউ বলে ধুত্তোরো
লেখালেখি কষ্ট।

সরিষার ভূত

সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ায়
সরিষার মাঝেই ভূত
শুলে খবর প্রমাদ গুনে
আসল হুতার পুত।
রটলো খবর সকল স্থানে
জানলো সবাই সঠিক মানে
বেরিয়ে এলো হাঁড়ির খবর
অবাক কাণ্ড বটে
তাইতো ভালো হয় না কিছুই
শুধুই মন্দ ঘটে।

উলট পালট

কেমন করে এমন হলো
সব কিছু যে উল্টে গেলো।
অবাক কাণ্ড একি হাল
ছাগে চাটে বাঘের গাল।
হাতির পিঠে গাঁধা চড়ে
বেড়ায় কেমন খুশি ভরে।
বাঘেরা সব গুহায় থাকে
বাঘ হয়ে কেউ; হালুম ডাকে।
দেখে শুনে মাথা ঘুরে
লুটে নিচ্ছে সব সিঁধেল চোরে।

বেহাল

আগে গেলে বলেন তিনি এই
পিছে গেলে বলে উঠেন হেই
এই আর হেইর মাঝে হারিয়ে যায় খেই
চেয়ে দেখি, আগে পিছে চলার পথ নেই।

জারি-জুরি

ইচ্ছে মতো যখন তখন
করছে জারি-জুরি
ফুলে ফেঁপে উঠছে কেমন
মোটা হচ্ছে ভুড়ি।
নানা রকম ফন্দি করে
ঘটায় সর্বনাশ
সব হারারা তাদের গলায়
দাও পরিয়ে ফাঁস।

স্বভাব গুণ

বনের মাঝে কিচিরমিচির
হরেক রকম শব্দ
শালিক চড়াই করছে বড়াই
করবেই তারা জব্দ।
হল্লা করে পাল্লা ধরে
ময়না টিয়া তাই
বসলো এসে হেসে হেসে
খুশির সীমা নাই ।
গলা ছেড়ে বিষম তেড়ে
উঠলো পেঁচা খেকিয়ে
হচ্ছে কি সব এত কলরব
দেবো এবার দেখিয়ে
চুপ করে যা সব বেটারা
করবি না আর শব্দ
এসব আমার শুধুই একার
জাতের গুণে লব্ধ।

হুকুম বরদার

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
বয়ে মুটের ঝাঁকা
পিঠটা কুঁজো হচ্ছে যাদের
মাজা হচ্ছে বাঁকা।
দালান-কোঠায় বাস করে
হাওয়া খায় যারাই
এদের আরও বেশি করে
খাটতে বলে তারাই।

শোষকেরা জোঁক

শোষকেরা দেশে দেশে
নানা রকম ছদ্মবেশে
যার যার ভোগের তরে
ধন সম্পদের পাহাড় গড়ে।
রক্ত চোষা জোঁকের মত
শুষে চলে অবিরত
জনগণের বন্ধু সেজে
সূক্ষ্ম চালে, ঘষে মেজে
বড় বড় বুলি ছাড়ে
ছক্কা পাঞ্জার কাঠি নাড়ে
দেশ এবং সমাজটারে
ছাড়ে কেমন খোসা করে
নাই জাত, নাই ধর্ম
শোষণ করাই তাদের কর্ম।

কানাকানি

কানাকানি করে সব
মশা আর মাছি
বল না ভাই কেমন করে
মোরা এখন বাঁচি?
মানুষ পশু সব শুকিয়ে কাঠ
নাই দেহে রক্ত
শুতে গেলে হুঁল বেঁকে যায়
লাগে ভীষণ শক্ত।
হাড় ফুটো হা-ভাতেরা
সবাই বুঝি তাই
মারার ফন্দি আঁটছে মোদের
এমনি করে ভাই।

কালো টাকার হিম্মত

হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসে
ঢাকায়।
প্রাসাদ সম দালান-কোঠা গড়ছে কালো
টাকায়।
নিত্য নতুন মডেল গাড়ি রাস্তার পরে
হাঁকায়।
পথের মানুষ পিষ্ট হয়ে মরে গাড়ির
চাকায়।

নিখাঁদ দুস্তি

বিড়াল আর ইঁদুরে
হলো বড়ই দুস্তি
মিলেমিশে থাকে সদা
খেলে নানা কুস্তি।
দুধ ভাত খায় তারা
বসে একই পাত্রে
এক বিছানায় ঘুমোয় দু'জন
রোজ রোজ রাত্রে।
হঠাৎ করে এক বাজপাখি
এসে ছোঁ মেরে
বিড়াল থেকে ইঁদুরটাকে
নিয়ে গেলো কেড়ে।
বিড়াল কাঁদে মিউ মিউ
ইঁদুরের শোকে
অবাক হয়ে এই দৃশ্য
দেখে সব লোকে।

হায়রে কপাল

ক্ষুধার অন্ন জুটে না যে
পেটটা থাকে ফাঁকা
পরার কাপড় পায় না মোটেও
হয় না লজ্জা ঢাকা।
চিমসে গায়ের চামড়া সবার
হাড়গুলো সব ভাসা
খেটে খাওয়া মানুষ এরা
কুলি মজুর চাষা।
এদের কথা বলেই অনেক
নিজের ভাগ্য গড়ে
চিরটাকাল এরাই শুধু থাকে পিছে পড়ে।

চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব

বিল পুকুরের বড় কর্তা
হলো রাঘব বোয়ালে
রক্তের দাগ; সদাই তার
লেগে থাকে চোয়ালে।
জলের মাঝে যত মাছ
শুধুই হা করে
টপাটপ গিলে ফেলে
যখন তখন ধরে।
অল্প দিনেই বিল পুকুর
হয়ে গেলো সাফ
খলসে, মলা, চুনুই পুঁটি
কেঁদে কেটেও পায় না মাফ।
জাল ফেললেও যায় সে ফসকে
খুশির চোটে দেয় জোর লাফ
তার কর্তৃত্বই জলের মাঝে
বহাল থাকে চিরটাকাল।

স্বাধীন বাংলা

পাক সেনারা ছুড়লো গুলি
বাঙালিদের উড়লো খুলি
সব জনতা লড়লো
স্বাধীন বাংলা গড়লো।

কেমন সাজা

ধমক আলী কথায় কথায়
উঠেন শুধু ধমকে
সেই ধমকে সব মানুষের
পিলে যায় চমকে।
একদিন সে ধমক দিতে
যেই করেছে হা
গলা দিয়ে ঢুকলো গিয়ে
কোলা ব্যাঙের ছা
পেটের ভিতর ব্যাঙের ছায়ের
কাটুস কুটুস কামুড়ে
ধমক আলী দারুণ ব্যথায়
বলেন, কোথায় যামুরে?

জয়তু

কেউ বলে পিছে হট
কেউ বলে সামনে
কেউ বলে ধ্যাৎ ব্যাটা
দালালীর কাম নে।
যখন যেমন তখন তেমন
করবি অভিনয়
সব ক্ষেত্রেই বাজিমাৎ
কেবল হবে জয়।

সোজাবাঁকা

সহজ কথা সোজাসুজি
যায় না কভু বলা
সোজা পথে সহজ ভাবে
হয় না যে পথ চলা।
মুখে কুলুপ বলতে মানা
লেখকের এই দশা
এঁকে বেঁকে কামান দেগে
মারতে হয় যে মশা।

বটে

কথা বার্তা কিংবা কোনো কাজে
এতটুকু ফাঁকি ভেজাল নাই যে তাহার মাঝে।
যতই কিনা নিন্দুকেরা করুক কানাকানি
দুধের মাঝে কভুও তিনি মিশান পানি।
গামলা ভর্তি পানির মাঝে দুধ না কিছু ঢেলে
হেঁকে বলেন, এমন খাঁটি দুধ কি কোথাও মেলে
মিথ্যে কথা এ জীবনে বলিনি যে কভু ভাই
দুধের মাঝে দেই না পানি; পানিতে দুধ মিশাই।

বিল্লীর দশা

বিল্লী মিয়া হিল্লী মিয়া
আছে বড়ই সুখে
দুধের সর ননী মাখন
লেগে থাকে মুখে।
মচমচে মাছ ভাজা
খেয়ে হচ্ছে মোটা তাজা
হেলে দুলে দুলকী চালে
রাজার হালে চলে
হিয়াওহু ঢেকুর তুলে
সুখের কথা বলে।
একদিন যেই চুরির তরে
ঢুকলো গিয়ে রান্না ঘরে
ধরা পড়ে পিটনী খেয়ে
উঠলো দারুণ হিক্কা
গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো
মাছ মাংস টিক্কা।

বাবা সাধু

পথের মোড়ে বসলো এসে
জটাধারী সাধু
অনেক করে জানা গেলো
নামটি তাহার আদু।

গায়ে তাহার আলখোল্লা
মুখে দাড়ি গোঁফ
কথাবার্তা নেই যে মুখে
থাকেন একদম চুপ।

খাবার কিছু খান না মোটেই
বাঁচেন হাওয়া খেয়ে
ধ্যান মগ্ন থাকেন সদা
আকাশ পানে চেয়ে।

মন গলে যায় সবার কেমন
সাধুর অমন দৃশ্যে
ভরে গেলো স্থানটি তাহার
অনেক ভক্ত শিষ্যে।

কেউ বা গায়ে তেল মাখে
কেউ বা টিপে পাও
রাজ্যের যত খাবার এনে
বলে বাবা খাও।

সাধুর কথায় সবাই পাগল
নামে পঞ্চমুখ
রোগ বালাই সব দূর হয়ে যায়
দেখলে সাধুর মুখ।
হঠাৎ এসে পুলিশ সেপাই
যেই না ধরলো কষে
সাধুর স্বরূপ বেরিয়ে এলো
জটা দাড়ি খসে।

দেখে আজব ব্যাপা খানা
গেলো সবাই থমকে
ভয় ভীতিতে জড়োসড়ো
উঠলো পিলে চমকে।

সবাই মিলে আচ্ছা মতো
দিলো গুঁতো ঠেলা
বুঝলো সবাই; সাধু তো নয় সে
শয়তানেরই চেলা।

তোদের ভুলি নাই

জ্বাললো যারা তপ্ত আগুন
অত্যাচারীর তখ্‌তে
পথঘাট সব লাল হলো
যাঁদের তাজা রক্তে।
ছিন্ন ভিন্ন করলো যাঁরা
হায়েনার হাত
আনলো বাংলার স্বাধীনতা
আনলো সুপ্রভাত।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
শহিদ গাজি ভাই
লক্ষ কণ্ঠে উঠে ধ্বনি
তোদের ভুলি নাই।

রাজার বাজার দর্শন

একদিন রাজা মশাই অমনি সহসাই
করলেন ফরমান জারি
মন্ত্রী সান্ত্রী সেপাই; এসো হে সবাই
ছুটে চল তাড়াতাড়ি।
নাই অন্য কাজ ছদ্মবেশে আজ
দেখবো বাজারের হাল
কত দরে হয় ক্রয় বিক্রয়
নিত্যদ্রব্য; মাছ মাংস চাল।
রাজার আদেশ শুনে প্রমাদ গুণে
মন্ত্রী সান্ত্রী সেপাই
বিরস বদনে রাজার পিছনে
চললো ছুটে সবাই।
দরদাম দেখে রাজা যান ক্ষেপে
বলেন একি ব্যাপার!
এত চড়া দরে সাধারণ ক্রেতারা কী করে
চালায় সংসার?
অন্য কাজ ছাড়ে যত শীঘ্র পার
কর এর প্রতিকার
নইলে রাজার বিচার হতে কেউ কোনো মতে
পাবে নাকো পার।
হাত জোর করে বললো রাজারে
মন্ত্রী সান্ত্রী সেপাই
হবে না কখনো এমন কাজ আর
এবার ক্ষমা চাই।
সোজা করে মাজা বললেন রাজা
করলে এমন ভুল
তোমাদের তরে রইলো এরপরে
রাজার দন্ড শূল।

আলো আঁধারী খেলা

হাজার বাতির আলোর ঝাড়
ঝাড়ের নিচেই অন্ধকার
অন্ধকারে সবই ডোবা
যায় না বুঝা আলোর শোভা
চুরি চামারী বাটপারী
এইখানেই মজা ভারী
আলোর ছটায় দু'চোখ ধাঁধা
দেখায় সবই স্বচ্ছ সাদা।

ছড়ার বাজার

ছড়ার বাজার জবর চড়া
কেমন করে লিখবো ছড়া
ছড়া লিখতে বসলে আমার
মাথা ঘুরে যায়
ছড়ার ভাব; ছড়ার ছন্দ
তাল মিল ভালো মন্দ
বুঝা বড়ই দায়।
কেউ বা লিখে অল্প বিস্তর
কেউ বা কাড়ি কাড়ি
কেউ বা মধুর ভাব জমায়
কেউ বা দেয় আড়ি।
অল্প কথায় স্বল্প মাত্রায়
অনেক কিছু বলতে হয়
যতই কেন হোক না বলা
ছড়া লেখা সহজ নয়।

আহারে কী মজা

১. ধূপ খোলার ধুমসো পাঠা
ঢকর ঢকর খায় যে মাঠা
হাট বাজারে মাঠার ভাঁড়ে
সুযোগ পেলেই চুমুক মারে
হঠাৎ করে ঢুঁ মেরে শিং নাড়িয়ে
চুনওয়ালাকে দেয় তাড়িয়ে
মাঠা ভেবে খেয়ে চুন
মুখটা পুড়ে হলো খুন।

২. ছোট্ট খুকুর মজা বড়
খড় কুটো করে জড়ো
হাঁড়ি পাতিল মেজে ঘষে
চুলার পাড়ে জুৎসই বসে
পোলাও কোর্মা রান্না করে
খাচ্ছে একাই পেটটা ভরে।

ভোমরা বুড়ির দুঃখ

ভোমরা বুড়ির গোমরা মুখ
তাহার মনে অনেক দুখ
কথায় কথায় গাল ফুলে
কলপ লাগায় পাকনা চুলে।

কুঁজো বুড়ি

কুঁজো বুড়ি কুঁজো বুড়ি
কাঁখে বয়ে মুড়কি মুড়ি
লাঠির উপর ভর করি
চলছো কোথায় তড়তড়ি?
আমায় সঙ্গে নিবে কী?
মুড়ি মুড়কি দিবে কী?
যদি দাও তবে যাই
হয়ে তোমার নাতি ভাই।

ইষ্টি কুটুমু

ইষ্টি কুটুম মিষ্টি কুটুম
কুটুম এলো ঘরে
কুটুম বাড়ি অনেক দূরে
ময়না মতির চরে।
কুটুম এলো সঙ্গে নিয়ে
মিষ্টি পিঠার হাঁড়ি
সবাই মোরা খেলাম তাই
করে কাড়াকাড়ি।

লড়াই

লাগছেরে ভাই জবর লড়াই
উল্লুকে আর ভল্লুকে
তাদের মত অমন বীর
নাই নাকি সে মুল্লুকে।

উল্লুক মারে কিল লাথি চড়
ভল্লুকে দেয় ঘুষি
অমন মজার খেলা দেখে
সবাই জবর খুশি।

চ্যাংচুং মিঞা

নামটি তাহার জবর মজার
চ্যাংচুং মিঞা
পোষেন তিনি হরেক রকম
ময়না শালিক টিয়া।
আরও নাকি পোষেন তিনি
ডজন ডজন সাপ
ফোঁস করলে ছুটে পালান
বলেন বাপ্‌রে বাপ্‌।

আজব কাক

কোথা হতে এলো উড়ে আজ একটা কাক
গা ভরা তার সাদা কালো ডোরা ডোরা দাগ।
গলায় তার পুতির মালা কানে হীরের দুল
লম্বা ঠোঁটে নোলক দোলে ঝাকড়া মাথার চুল।
পায়ে রূপোর ঘুঙুর বাজে ঝুমুর ঝুমুর ঝুম
টুটাং সেই সুর শুনেয় ভাঙে সবার ঘুম।
দেখতে তারে ছুটে এলো বনের যত পাখি
হুতোম পেঁচা কাকাতুয়ার কেউ রইলো না বাকী।
রূপ দেখে তার সবাই মিলে যেই না দিল হেসে
শরম পেয়ে কাকটি গেলো নীল আকাশে ভেসে।

খানদানি সাহেব

খানদানি সাহেব এলেন এই শহরে
বিশাল তার দেহখানা বিশ গজ বহরে।
খেয়ে সব করেন সাফ যা পান সামনে
ভুড়ি বাড়িয়ে বলেন, ব্যাটা ওর থেকে দাম নে।
রিকসায় তার হয় না জায়গা বাসে উঠা দায়
ফুটপাতে চলতে গেলেও তাহাও জুড়ে যায়।
ডাবল ডেকার দেখতে পেয়ে যেই না গেলো ঢুকতে
মগজ তাহার বেরিয়ে এলো মাথা তাতে ঠুকতে।